দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 03 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষার্থী আছে বেঞ্চি নেই

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থ চলছেই। নানান সমস্যা ও সঙ্কটে শিক্ষাদানের কাজ বিঘ্নিত হয়ে চলেছে শনিবার চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ পৌরসভা বলাখাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এব চিত্র পত্রিকায় তুলে ধরা হয়েছে। তাতে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ যেখানে দরকার ১০টি, সেখানে আছে ৫টি, তা মধ্যে তিনটিতে আছে ৪০ জোড়া বেঞ্চি বাকি দুটো খালি, প্রত্যেক কক্ষে ৩/৪ জন বসার কথা, কিন্তু বসছে ৬/৭ জন। আর যারা বসতে পারেনা তাদের দাঁড়িয়ে ব মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয়। পাঁচটি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা চার শ' হলেও শিক্ষক মাত্র ৮ জন। শ্রেণীকক্ষ ও বেঞ্চি সঙ্কটের কারণে একসঙ্গে সব শ্রেণীর ক্লাস হয়না, দুটো বা তিনটে শ্রেণীর ক্লাস শেষ হবার পর অন্য শ্রেণীগুলোর হয় বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণে অগ্রগতি নেই, অব্যবস্থার কারণে বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ নির্মাণসামগ্রী স্তূপাকার হয়ে থাকায়, এমনকি, স্থানীয় বাসিন্দাদের আবর্জনা ও মূত্রমূত্র ত্যাগের স্থানে পরিণত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা, শরীরচর্চাও হয়না পৌরসভার চেয়ারম্যান বলছেন, তার কোন তহবিল নেই, তহবিল হলে বেঞ্চির ব্যবস্থা হবে। আর, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা তো বেঞ্চি-সঙ্কটের কথা জানেনই না আরেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ চালানো হচ্ছে দেয়ালে লিখে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের এ বিদ্যালয়টির ওপর গত ২৪ ফেব্রুয়ারি পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, শ্রেণীকক্ষ, বেঞ্চি আর উপকরণ-সঙ্কট নিয়ে বিদ্যালয়টি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। এ বিদ্যালয়ে নাকি ছাত্রছাত্রীদের খোলা আকাশের নিচে মাটিতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। তাই, অনেক শিক্ষার্থী স্কুলে আসে না সেখানেও ঠিকাদারের কারণে নতুন ভবনের কাজে অগ্রগতি নেই। এ বিদ্যালয়ের দুটি ভবন জরাজীর্ণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ। শ্রেণীকক্ষ আর বেঞ্চির অভাবে এ-বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ঠিকমতো পাঠদান সম্ভব হচ্ছেনা। মৌলভীবাজারেও অনুরূপ দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ভবনে চালা না-থাকা এবং দেয়ালে ফাটল ধরার খবর বেরিয়েছিল গতবছর ১৮ জুলাই এক পত্রিকায়। আবার এক বিদ্যালয়েতো দেয়াল ও মেঝেতে ফাটল ধরে তা সাপখোপের আস্তানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের এরকম অসংখ্য জায়গাতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পাঠদানের একেবারে অনুপযোগী হয়ে রয়েছে উচ্চবিদ্যালয়গুলোর মধ্যেও এরকম বেহাল অবস্থা অনেক জায়গাতেই চলছে। গত মাসে পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে দেখা হয়, নীলফামারীর ডোমার উপজেলার খাটুরিয়া উচ্চবিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ ও বেঞ্চি-সঙ্কটের কারণে শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে। মোটের ওপর, দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত জরাজীর্ণ অবস্থা এ-স্তরে শিক্ষা বিস্তারের পথে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। বহুক্ষেত্রেই মেধাবী শিক্ষার্থীদের ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব নেই পরীক্ষায় সেসব বিদ্যালয় ভাল ফলও করে, অথচ শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নানান সমস্যা ও সমস্যার অজুহাত সেসব বিদ্যালয়কে শিক্ষাদানের নামে কার্যত করুণ প্রহসনের ক্ষেত্র করে রাখছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিই যেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা, সেখানে দেশের সর্বোচ্চপর্যায় থেকেই এ দুইস্তরের বিদ্যালয়গুলোকে অবকাঠামোগত দিক তথা ভবন, শ্রেণীকক্ষ, বেঞ্চি ব্ল্যাকবোর্ড, যাবতীয় শিক্ষাউপকরণ এবং পর্যাপ্তসংখ্যক যোগ্য শিক্ষক দিয়ে সুসজ্জিত করার দিকে ঠিকভাবে মনোনিবেশ করা হবে, এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা। শিক্ষার ভিত্তিটাই যদি দুর্বল ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাহলে উচ্চশিক্ষার হালও তথৈবচ হতে বাধ্য। সত্য বটে, দেশে কার্যত দুই শিক্ষা নীতি এখনও চালু রয়েছে, ধনীর সন্তান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সুশিক্ষার ভাল সুযোগ পায়, দরিদ্রের সন্তান পায়না। সে বাস্তবতা যেমন পাল্টানো দরকার, তেমনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্দশাও ঘোচাতে হবে। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিলেই জীবনের অন্ধকার বহুলাংশে কেটে যাবে– রবীন্দ্রনাথের এ-আহ্বান আমরা স্বাধীনতার প্রায় চারদশক পার করার পর্যায়ে এসেও ঠিকভাবে উপলব্ধি করছি বলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্দশার দিকে নজর দিলে মনে হবেনা। এ- দুর্দশা অনতিবিলম্বে ঘুচিয়ে গোটা জাতিকে শিক্ষি